JAN. 3 0 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রসঙ্গ : বোর্ডের প্রশ্নপত্রে ভুল

ত ১১ জানুয়ারি যুগান্তরে 'স
মীপেষু' বিভাগে প্রকাশিত চু
সরকারি কলেজের প্রভাষক সজল
ম লের 'বোর্ডের প্রশ্নপত্রে ভু
অসঙ্গতির ছড়াছড়ি' লেখাটির
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে
ক'মাস আগেও শিক্ষকতা পেশার স
বোর্ডের এহেন তেলেসমাতি কা
নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় তুলেছি
কলম ধরার ফুরসৎ মেলেনি। :
কান্তি ম লকে ধন্যবাদ তিনি এই গু
কাজটি করেছেন বলে, কিন্তু চট্ট
বোর্ড সম্পর্কে আরও একটি
অভিযোগ আছে, তা হল অন্যান্য বো
তুলনায় এদের প্রশ্ন অনেক কঠিন
বিদঘুটে হয়, উপরন্তু এ বো
পরীক্ষকদের কম নম্বর দেয়ার প্রবণ
ক্ষতিগ্রস্ত করে এ অঞ্চ
ছাত্রছাত্রীদের। এ বছর প্রথম
পাওয়া ছাত্রীটির বক্তব্যেও এ যে
ছিল। আমি কুমিল্লা বোর্ডের পরী
ছিলাম, তথাপি চট্টগ্রাম বো
ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চনা আমাকে পী
করেছে। সজল কান্তি এ দি
আলোকপাত করলে আরও ভাল হতে
মজার ব্যাপারটি হচ্ছে এ লেখাটি ছাপ
গিয়ে যুগান্তরও তিনটি ভুল করে বসে
(ক) ১ম কলামের ৩২ নম্বর লাই
'লিখতে'র বদলে 'খিলতে' হয়ে গে
(খ) ২য় কলামের ১২ নম্বর লাই
'প্রযোজ্য' হয়েছে 'প্রযোজ', (গ)
কলামে ১৩ নম্বর লাইনে 'নিচের যে-এ
পর অযথাই একটি কমা বসেছে।

ছাপাখানার ভূত এরকম করেই একব
'পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহ
লিখতে গিয়ে লিখে ফেলিছিল 'পুলিশে
গুতে তিনজন নিহত।' 'লি'টা গায়ে
হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সংশোধনীতে
ছাপার এ বিভ্রাটের জন্য দুঃখি
ছাপতে গিয়ে 'পাছার এ বিভ্রাটের জন
দুঃখিত' ছেপে ছাপা-পাছার এ ব
বিপর্যয় ঘটায়। বাংলায় অনার্স পড়তে
গিয়ে আর কলেজে বাংলা পড়তে গিয়ে
দেখেছি সবারই মনোভাব এরকম শুদ্ধ
করে লেখা বা বলবে সমস্ত দায় কেবল
বাংলার ছাত্র কিংবা শিক্ষকের, আর
কারও নয়, যতদিন এ মনোভাব দূর না
হবে এ জাতীয় সংকট থাকবেই।

মোস্তাফা মাহমুদ সারোয়ার